

সনাতন ধর্মে ১৬টি সংস্কার

সনাতন ধর্মে ১৬টি সংস্কার হচ্ছে : ১. গর্ভাধান : ববাহরে পর স্বামী- স্ত্রী সনতান জন্মদানরে জন্ম সকলরে আশীর্বাদ পান। এই সংস্কার দ্বারা তারা স্বাস্থ্যবান, মহৎ এবং উদারহৃদয়রে সনতান প্রার্থনা করনে। ২. পুংসবন : গর্ভদানরে ৩ মাস পর এই সংস্কার পালন করতে হয়। গর্ভাবস্থায় সনতানরে সুস্থভাবে বড়ে ওঠার জন্ম ঈশ্বরে কাছে প্রার্থনা করা হয়। ৩. সীমন্তোনয়ন : এটা গর্ভধারণরে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসরে শেষে করা হয় সনতানরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরপূরণ বকাশরে জন্ম। ৪. জাতকর্ম : জন্মগ্রহণরে দনিসনতানকে জাতকর্মরে মাধ্যমে পৃথিবীতে স্বাগতম জানান হয়। ৫. নামকরণ : জন্মরে এগার মাসএই সংস্কার পালন করা হয় এবং সনতানকে একটা নাম দেওয়া হয়। ৬. নমস্ক্রমণ : জন্মরে চতুর্থ মাসে এই সংস্কার পালন করা হয়। শিশু সনতানকে বাইরে পরবিশে উন্মুক্ত করা হয়। যাত্রে সূর্যরে আলো তাকে স্বাস্থ্যবান করে তোলো। দীর্ঘায়ুর জন্ম প্রার্থনা করা হয়। এই সময় থেকে সনতান প্রকৃতির কোলে প্রাকৃতিকভাবে বড় হতে থাকে। ৭. অন্নপ্রাসন : সনতানরে যখন দাঁত উঠতে থাকে সাধারণত ছয় থেকে আট মাস বয়সে এই সংস্কার পালন করা হয়। তখন থেকেই তাকে শক্ত খাবার দেওয়া হয়। ৮. চূড়াকরণ : প্রথম থেকে তৃতীয় বছর বয়সরে মধ্যে এই সংস্কার পালন করা হয়। প্রথম বাররে মতো মাথার সব চুল ফলে দেওয়া হয়। সুস্থ এবং সুস্থ মানসিক বকাশরে জন্ম প্রার্থনা করা হয়। ৯. কর্ণভদে : তনি বছর বয়সে কান ফোরানো হয় এবং শারীরিক সুস্থতার জন্ম প্রার্থনা করা হয়। ১০. উপনয়ন : ৫ থেকে ৮ বছর বয়সে উপনয়নরে মাধ্যমে একটা শিশু গুরু/ শিক্ষকরে সান্নিধ্যে আসে। গুরুর নকিট জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিসিহ বিভিন্ন নয়মানুবর্তিতা অর্থাৎ শাস্ত্রে জীবন যাপনরে যে পদ্ধতি উল্লেখ আছে তার অনুশীলন করে। ব্রহ্মচর্য জীবনরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিজেকে নয়ন্ত্রণ করা এবং সব রকম খারাপ কাজ থেকে বরিত থাকার অভ্যাস ছাত্র জীবনেই করতে হয়। নয়মতি পড়ালখো এই সংস্কাররে পরেই শুরু হয়। ১১. বদোরম্ভ : উপনয়ন এর পরেই এই সংস্কার পালন করা হয়। এই সময় বদে এবং বিভিন্ন শাস্ত্র অনুসারে আধ্যাত্মিক জ্ঞানঅর্জন শুরু হয়। জ্ঞানরে সকল শাখায় তাকে বচরণ করতে হয় এবং এর মাধ্যমে সে জাগতিক বিষয়রে সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। ১২. সমাবর্তন : ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সরে মধ্যে যখন শিক্ষা গ্রহণশেষ হয়, তখন এটা পালন করা হয়। গুরু ছাত্রকে যোগ্যতা অনুযায়ী উপাধি প্রদান করনে। এরপর একজন ছাত্র আত্মনির্ভর এবং স্বাধীন জীবন যাপন করে। ১৩. ববাহ : ব্রহ্মচর্য শেষে একজন পরবর্তী গৃহস্থ জীবনে পদার্পণ করে। একজন পুরুষ আর একজন মহিলা যারা এতদিন স্বাধীন জীবন যাপন করছে এখন একসঙ্গে জীবনভর চলার সপথ গ্রহণ করে। বয়রে পর সনতান হয় এবং পরবাররে ধারা চলতে থাকে। ১৪. বানপ্রস্থ : ৫০ বছর বয়সে গৃহস্থ আশ্রম শেষে বানপ্রস্থ আশ্রম শুরু হয়। নিজরে সুবধির জন্ম তনি যে সব কাজ করতনে তার সবকিছু পরিত্যাগ করনে। পরবাররে সব দায়িত্ব সনতানরে হাতে তুলে দিয়ে পূজরচনা, ধ্যান এবং মানবসবায় নয়িজতি হন। ১৫. সন্ন্যাস : ষড়ি ৭৫ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার কথা বলা আছে তারপরেও আত্মনয়ন্ত্রণ এবং আধ্যাত্মিকতা দ্বারা যনি জাগতিক সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারনে তনিই সন্ন্যাস গ্রহণ করবনে। এ সময় তনি ধনসম্পদ, সামাজিক ও পারবারিক বন্ধন এবং সকল ইচ্ছা আকাক্ষা পরিত্যাগ করবনে। গরৈকি রঙরে ঢলিটোলা পোশাক এই কঠোর জীবনরে প্রতীক। তার কোনো নরিদষ্টি পরবার সমাজ অথবা গৃহ নেই। ১৬. অন্ত্যেষ্টী : মৃত্যুর পর শবদাহ করা হয়। কনিতু আত্মা অমর। যখন দহে অগ্নিতে দাহ করা হয় তখন শরীর যে

পাঁচটি উপাদান দিয়ে তৈরি, যমেন মাটি, জল, আগুন, বাতাস এবং আকাশ প্রকৃতিমেশি
যায়। মৃতরে আত্মার শান্তিতে প্রার্থনা করা হয়। শবদাহ হচ্ছে মৃতদহে সৎকাররে
সবচয়ে ভালো উপায়।

